



166106 - বীর্য ও কামরসরে বশৈষ্টিগত পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি কভাবে বীর্য ও কামরসরে মাঝে পার্থক্য করতে পারি? সটো কগন্ধরে মাধ্যমে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

বীর্য ও কামরস (মনী ও মযা) এর মাঝে মটৌকি তনিটী পার্থক্য রয়েছে:

১। বীর্য সবগে ও শক্তি দিয়ে বরে হয়। পক্ষান্তরে, কামরস কোন গতি ছাড়া বরে হয়। কখনও কখনও এটি বরে হওয়ার সময় মানুষ টরেও পায় না।

২। বীর্য হচ্চে- সাদা, ঘন, গাঢ় তরল। এর গন্ধ গাছরে মঞ্জুরী বা ময়দার খামরিরে মত। পক্ষান্তরে, কামরস হচ্চে- স্বচ্ছ, পাতলা, পচ্ছলি তরল; এর কোন গন্ধ নহে।

৩। বীর্য বরে হওয়ার পর যটৌন নসিতজেতা আসে। পক্ষান্তরে, কামরস বরে হওয়ার পর এরকম কোন নসিতজেতা আসে না।

ইমাম নববী তাঁর 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (২/১৪১) বলেন:

“এ তনিটী বশৈষ্টিগে য়ে কোন একটি পাওয়াই বীর্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট; তনিটী একত্রে পাওয়া শর্ত নয়। যদি এ তনিটী শর্তরে কোনটি পাওয়া না যায় তাহলে সটৌকে বীর্য বলে হুকুম দয়ো হবে না।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (৪/১৩৮) এসছে-

বীর্য হচ্চে- গাঢ় সাদা পানি। এটি পুরুষাঙ্গ থেকে সবগে সুখানুভূতির সাথে বরে হয়। এটি বরে হওয়ার পর মানুষ যটৌন নসিতজেতা অনুভব করে। সঠিকি মতানুযায়ী বীর্য পবতির। ধুয়ে ফলো কথিবা খসে ফলোর মাধ্যমে বীর্য থেকে কাপড়-চোপড় পরস্কার করা মুস্তাহাব। কটে বীর্যপাত করলে তার ওপর গোসল ফরয হয়; সটৌ সঙ্গমরে কারণে হোক কথিবা স্বপ্নদোষরে কারণে হোক। আর যদি রোগরে কারণে কথিবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে সুখানুভূতি ছাড়া বীর্য বরে হয় তাহলে গোসল ফরয হবে না; শুধু ওজু ফরয হবে।



কামরস হচ্ছ- পাতলা ও পচ্ছলি পানি। এটি স্ত্রীর সাথে শৃঙ্গারে লপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পুরুষাঙ্গ থেকে বরে হয় কংবা সঙ্গম নয়ে চন্তা করলে বরে হয়; তবে এটি সবগে বরে হয় না এবং এটি বরে হওয়ার পর নসিতজেতা আসে না।

ওদ হচ্ছ- গাঢ় সাদা রঙের পানি; যা প্রস্রাবের পর পুরুষাঙ্গ থেকে বরে হয়। এটি অপবতির। এটি বরে হলে ওজু ফরয হয়।

আরও জানতে দেখুন 99507 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহাই ভাল জাননে।